আলমডাঙ্গায় রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা

জমে উঠেছে আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। পোস্টার, ব্যানার, আর লিফলেটে ছেয়ে গেছে পুরো পৌর এলাকা। গান-ছন্দে প্রার্থীদের মাইকের আওয়াজ শহর-গ্রামে।
গণসংযোগে রাতদিন ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা। যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রার্থনা করছেন ভোট, দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি। যোগ দিচ্ছেন উঠোন বৈঠকে।

এদিকে, থেমে নেই কর্মীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন ভোটারদের কাছে। থেমে নেই নারী কর্মীরাও। তারাও দলে দলে ভোট চাইতে যাচ্ছেন এ বাড়ি ও বাড়ি।

নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই সরগরম হচ্ছে ভোটের মাঠ। প্রতিদিন প্রতিটি ওয়ার্ডে হচ্ছে কোন কোন প্রার্থীর নির্বাচনী পথসভা।

পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতে অনেক রাত পর্যন্ত চলে সাধারণ ভোটারদের ভোটের করচা। চায়ের কাপে চুমুকের সঙ্গে ছোট ছোট যুক্তিতর্কে ভোটের এবং প্রার্থীর আমলনামার হিসাব মেলান তারা।

চতুর্থ ধাপে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এতে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনজন প্রার্থী। আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীক নিয়ে মাঠে লড়ছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দীন, জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল প্রতীক না নিয়ে সাবেক মেয়র এম সবেদ আলি মোবাইল ফোন নিয়ে নির্বাচন মাঠে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনীত ২ জনসহ মেয়র পদে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । ৯টি ওয়ার্ডে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ১২ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে, এ পৌরসভায় সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে বিএনপি এবং বিদ্রোহী প্রার্থীর অভিযোগ রয়েছে।

মেয়র প্রার্থী শহিদুল ইমলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘নৌকার প্রার্থী মাঠে ময়দানে বলে বেড়াচ্ছেন, তারা একটি ভোট পেলেও জয়ী হবেন। এতে সাধারণ ভোটাররা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে আশঙ্কায় আছেন।’

জাসদ ও বিএনপি প্রার্থীরা বলেন, ‘আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর জনপ্রিয়তা শূন্যের কোটায়। তাই তারা বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এবং আমার ভোটারদের হয়রানি করছে।

তবে, এবারের পৌর নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ সুষ্টু নির্বাচনের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাসান কাদির গনু বলেন, ‘পৌর নির্বাচনে কোন প্রার্থীর সঙ্গে কিংবা কর্মীদের কোন হয়রানি হবে না। তাদের জনপ্রিয়তা কম হওয়ায় নৌকার প্রার্থীদের নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করছে। আমি মনে করি, তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। তাছাড়া কারও পক্ষে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার কোনো সুযোগ নেই। সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে নৌকার বিজয় নিশ্চিত হবে।’

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন অফিসার বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ভোট গ্রহণের সব প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর রয়েছে। আশা করছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ হবে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ইটভাটায় কাঠ পোড়াতে ভ্রাম্যমাণ স’মিল

কুষ্টিয়া জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়েই চলছে ১৩২টি ইটভাটা। এ সব ভাটায় ইট প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে ফসলি জমি। আর ইট পোড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি কাঠ। ভাটার সত্ত্বাধিকারীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে বসিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ স’ মিল। সেখানে বড় বড় গাছের গুড়ি চিরে ফেলা হচ্ছে ভাটায়। সদর উপজেলার বেশ কটি ইটভাটা ঘুরে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ইট পোড়াতে কোনো জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাবে না। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপন করার কথা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিতেই এখনো ইট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রায় আট কিলোমিটারের মধ্যে তালবাড়িয়া এলাকায় খয়বার প্রামাণিকের মালিকানাধীন কেবিপি ইটভাটা, সাব্বির রানার মালিকানাধীন আরপিকে, বারখাদায় আলাল উদ্দিনের মালিকানাধীন এনবিসি এবং এসএসবি ইটভাটায় স’মিল বসানো হয়েছে।

সদর উপজেলার জুগিয়া, বারখাদা উত্তরপাড়া ও চারুলিয়া এলাকায় জেগে ওঠা গড়াই নদীর চর দখল করে বিস্তৃত করা হয়েছে ইটভাটাগুলো। সূত্র জানিয়েছে, এসব খাস জমির সরকারি হিসাব না থাকায় উচ্ছেদে কার্যকরে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ভাটাগুলোতে সাংবাদিক প্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ক্রেতা পরিচয়ে কেবিপি ইটভাটা ঘুরে দেখা গেছে, ইট পোড়াতে বড় বড় গাছের গুড়ি জড়ো করা হয়েছে। ভাটায় কর্মরত এক শ্রমিক বলেন, প্রতি চার লাখ ইট প্রস্তুত করতে ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। এতে প্রায় ৩৫ হাজার মণ কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আগে দূর থেকে কাঠ চিরে আনা হতো। এতে সময় এবং অর্থ বেশি ব্যয় হতো। যে কারণে ভাটার মালিক নিজেই এক করাত বিশিষ্ট স’মিল স্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে ভাটার মালিক খয়বার প্রামাণিক বলেন, তার ভাটার সব কাগজপত্র ঠিক নেই। তবে সবাই যেভাবে চলছেন, তিনিও সেভাবেই চলছেন। তিনি আরও বলেন, এই এলাকাতে এক সারিতে ১০টি ভাটা রয়েছে। সবগুলোতে কাঠ পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়।

আরপিকে ভাটার সত্ত্বাধিকারী সাব্বির রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গত ৬ জানুয়ারি ভ্রাম্যমাণ আদালত এসএসবি এবং কেএবি ভাটার চিমনি ভেঙে দিয়ে যায়। সেগুলো মেরামত করে আবারও ইট পোড়ানো হচ্ছে।

কেএবি ইটভাটার মালিক আশরাফ বলেন, ‘ইট প্রস্তুত করতে আগাম কিছু খরচ হয়। সেই টাকা জোগাড় করতে হয়। কারণ ইট বিক্রির পরে লাভের টাকা হাতে আসে। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ভাটায় প্রায় দুই কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন ইট পোড়াতে না পারলে জেল খাটতে হবে।’

বারখাদা উত্তরপাড়ায় দুটি ভাটার মালিক আলাল উদ্দিন। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগ নেতা পরিচয় দেন। এলাকায় তার প্রভাবও রয়েছে। প্রায় একশ বিঘা আবাদি জমি দখল করে তিনি গড়ে তুলেছেন এনবিসি এবং এএসএসবি ভাটা। সেখানেও বসানো হয়েছে স’মিল।

আলাল উদ্দিনের ছেলে সিহাব উদ্দিন বলেন, কিছু কিছু সময় তারা কাঠ ব্যবহার করেন। ভাটার কাগজপত্র আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একটির সব কাগজপত্রই ঠিক আছে। অন্যটির বৈধ কাগজ নেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’

জুগিয়া থেকে কুষ্টিয়ার মিরপুর পর্যন্ত এক সারিতে রয়েছে অন্তত ১০টি ইটভাটা। এর মধ্যে এমইবি নামে একটি ইটভাটার মালিক কুষ্টিয়া পৌরসভার কমিশনার মহিদুল ইসলাম। পাশেই এমএসকে ইটভাটার মালিক তার ভাই মাহাবুবুল ইসলাম।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কানা বিল মোড় থেকে জুগিয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার জন্য এই দুটি ইটভাটা দায়ী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তিনি মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগী কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তাসহ আহ্বায়ক কমিটি অনুসন্ধান করা এবং আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডা. এসএম মুসতানজিদ বলেন, ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন নেই। যে কারণে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ হচ্ছে না।

তবে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, ‘আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না এ কথা ঠিক না। গত একমাসে এ ধরণের ২৭টি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, ‘অবৈধ ইট ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সব ভাটায় অভিযান চলবে।’

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার

বিশ্বাস দ্বিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের মতামত গ্রহণের বিধান থাকলেও প্রায় কখনই তা নেওয়া হয় না।’

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৪৯টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩২টির বৈধতা নেই।

উল্টো রথ গত শনিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি ঘোষণা দিয়েছে, ইটভাটা প্রশাসনের অভিযান বন্ধ করা না হলে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইট বিক্রি ও সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অভিযান বন্ধের দাবিতে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।

সভায় তারা অভিযোগ করেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানের কারণে ইট উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লিখিত বক্তব্য পড়ে সমিতির সভাপতি এবং ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান মিঠু বলেন, ‘নানা অজুহাতে ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হলে করোনাকালে কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাহত হবে।’

সভায় আক্তারুজ্জামান মিঠু সভাপতিত্ব করেন। এ সময় খুলনা বিভাগের প্রায় ৭০ জন ‘অবৈধ’ ভাটা মালিক উপস্থিত ছিলেন। তারা অভিযোগ করেন, ২০১৩ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত আইনের ৮(ঙ) ধারা পরিবর্তন করায় আইনী জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে তারা নিবন্ধন করতে পারেননি।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের আয়োজনে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের এম এ রাজ্জাক মিলনায়তনে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন।

কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহার, প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সহ-সভাপতি লুৎফুর রহমান কুমার, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নবী বাবু, দৈনিক সমকাল কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তৌহীদি হাসানসহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক শীতার্তের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

পরকীয়ায় ঘর ভাঙ্গছে এক সন্তানের জননীর, দায়িত্ব নিতে নারাজ ইমরান

ঝিনাইদহের লম্পট ইমরান বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পরকীয়ায় আবদ্ধ করে এক নারীকে। দুজনের মাঝে দীর্ঘদিন চলে আসছে এই সম্পর্ক। ইতোমধ্যে এক সন্তানের জননী হয়ে গেছে ঐ রমনী।

ঘটনাটি জানাজানি হলে ঐ মহিলার ঘর থেকে এলাকাবাসী দুজনকে আটকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

What does Islam say about “infection”?

The grappling of covid-19’s worst infection around the world has enormously led much more of exchanging views, discussions and analysis without reaching a decisive or easing consequence till date. Astonishingly enough, over millennium back, Islam determined an unbeaten end of today’s unfathomed concern over

infection of disease with its psycho-philosophical estimation in theological context.

Abu Hurairah Radiyallahu Anhu narrates that the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, ‘No existence of Infection presents any more. Then a nomad related, “O Messenger of Allah, my camels were as healthy as deer. Then a camel infected with a skin disease entered the herd and other camels were contaminated.” The Messenger of Allah Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, “Who contaminated the first camel then?” (Bukhari)

Due to misunderstanding, many atheists and anti-Islamic agents want to cite the example of this ahadith refuting that Islam has denied the natural process of infecting germs. Those who say so are not really pure in thought.

To be noted, several ahadiths have been instructed to be wary of infection. The Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, “The sick will not be taken to the healthy one (the sick camel will not be taken to the healthy camel)”. (Bukhari)

In another ahadith, the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, “…Stay away from that of leper as you stay away from the tiger.” (Bukhari)

An incident was reported to take place at the time of Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu regarding a leper woman who was circumambulating the Kaba. Hadrat ‘Umar ibn Khattab Radiyallahu Anhu was passing by the woman and saw her. He said to the woman, “O servant of Allah, do not bother the people. It is wise if you stay in your own house.” The woman stopped coming to the Haram Sharif (Baitullah) and stayed in her room. (Hayatus Sahabah)

In a ahadith, the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, ‘If you hear that there has been an outbreak of plague or similar epidemic in a place, you will not go there.

And if it prevails in the area where you are staying, you will not leave it. ‘(Bukhari)

Once Hazrat Omar Farooq Radiyallahu Anhu was taking a tour to Syria(The then Shaam). On the way, he received news that the plague had spread in the form of an epidemic in the Syrian region. It has become so intricate that within a few hours of the onset of the disease, many people have died. Thousands have already died. Hadrat ‘Umar Radiyallahu Anhu took counsel togather with his companions if he should have go there or returned in this situation. Then Hazrat Abdur Rahman Ibn Auf Radiyallahu Anhu narrated the ahadith. In this ahadith, the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam has explicily told us that, we had better not go where the epidemic is on.

So Hazrat Omar Farooq Radiyallahu Anhu postponed his visit to Syria. (Bukhari, Muslim)

This means that this natural process of infecting germs has not been ignored in Islam. If this process was disowned in Islam, why it was forbidden to bring diseased camels to healthy camels and why it was asked to keep distance from the leper. And why it was restricted to go to the place where the epidemic took place. The fact is the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam denied the infection by saying, ‘There is no existence of Infection’. That is, all these diseases and germs were not created by themselves. They were created by Allah by His own majestic will. The quality of causing disease in it is not its own but Allah. And it is dependent on the will of Allah (swt) to manifest the quality of its own, It cannot do anything by itself.

It is important to understand that being infected with germs does not necessarily mean being infected with disease. For example, think about corona virus. After the virus has contaminated one person’s body to another, it is verily upon the will of Allah to decide whether or not to act it on one’s body. As is seen, a young man in his thirties died of corona,

but a hundred and fifteen-year-old woman has been recovered after being infected with corona. Not only that, many were seen infected without carring any symptom of disease. Farcically enough, millions of people have died of corona infection even having their protected homes, improved food, modern medical care, masterly management and higher immunity in the developed world, compared to having little information about insignificant death rate of covid-19 attack by those starved and scanty bed, helpless, street Arab and insane people with low immune capacity who shelter themselves on the roadsides, bus stands and roadsides in the poorer countries. That is, if he is infected by corona. It is not that he will get sick or die, it depends on the will of Allah.

And that is why the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam said, 'Then who infected the first camel?' The disease was sent down on the first camel by the will of almighty Allah except any infectious. There is no reason other than Allah's determination for the first camel to get sick. Although the reason of getting sick of the second camel is known. It would not have got sick if Allah had willed. So sometimes it gets sick, then it gets better and sometimes it might die again.

Therefore, the germs of the disease are revealed by the will of Allah, as it passes from the sick to the healthy person by the will of Allah and they act according to the will of Allah.

Another issue was social. At that time various kinds of bad omens, superstitions and blind faith were prevalent among the Arab. One such superstition that gripped Arab at that time is that if someone got sick, they would be thrown out of the house or kept far away for fear of infection. The incident that we have seen in case of corona is that the family members, relatives, neighbors and even medical staffs have thrown away the corona infected patients for fear of infection. Islam does not support such gross inhumanity. Islam seeks to establish the notion that being contamineted does not mean being infected. Sick and helpless people should not be

cast off in fear of infection rather they should be well cared for. It means that the Prophet Rasululla Sallallahu Alayhi Wa Sallam uprooted superstition by saying, ‘ No existence of infection is prevailed’.

It can, however, be said that the firm belief on natural process of infecting the germs of any disease has not been cast aside in Islam. The power of pathogens has been denied as well as taking caution against it has been ordered.

ALLAH is Omniscient.

May Allah almighty grant us the grace to act on the right words. (Amen)

Author:
Biochemist, Ministry of Fisheries and Livestock. Khulna.

মেহেরপুর রেজিস্ট্রার অফিসে দুদক এর অভিযান, ঝাড়ুদারের পকেটে মিললো ৭৪ হাজার টাকা

দুদক এর অভিযানে মেহেরপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের ঝাড়ুদারের পকেটে পাওয়া গেল ৭৪ হাজার ৬১৪ টাকা। এছাড়াও সাব রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলামের টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া গেছে আরও ৭৬ হাজার টাকা।

সোমবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কুষ্টিয়া জেলার সমন্বিত অফিসের সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে দুদকের একটি দল মেহেরপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে অভিযান চালিয়ে এসকল টাকা উদ্ধার করে। তবে উদ্ধার হওয়া ওই ৭৬ হাজার টাকা সরকারি টাকা বলে দাবি করেছেন সাব রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সোমবার সকাল থেকে দুদকের সদস্যরা সাব রেজিস্ট্রার অফিসের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার পর বিকালের দিকে তারা অভিযানে নামে।

এসময় সাব রেজিস্ট্রার অফিসের ঝাড়ুদারের পকেট থেকে ৭৪ হাজার ৬১৪ টাকা উদ্ধার করা হয়। তার কাছে এত টাকা কেন জানতে চাইলে

রেজাউল হক দুদককে জানান, সাব রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলামের নির্দেশে রেজিস্ট্রি অফিসের মহুরীদের কাছ থেকে এ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা সাব রেজিস্টার অফিসে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের ধারাবাহিকতায় দুদক এ অভিযান পরিচালনা করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কুষ্টিয়া জেলার সমন্বিত অফিসের সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন জানান, অবৈধ অর্থ লেনদেনের খবর পেয়ে আমরা অভিযান চালাই। আমরা এখানে যা পেয়েছি তা লিখিতভাবে জানানো হবে, তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রেসের সামনে বক্তব্য দেবার বিধি নিষেধ আছে। তাই এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবেনা।

মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ শুরু

ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ২ দিন ব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ। সোমবার সকালে সোতোকান কারাতে দো নামের একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে শহরের পৌরসভা চত্বরের টেনিস গ্রাউন্ডে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া অফিসার মাহবুবুর রহমান।

এসময় স্কুলটির পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৯ জন শিক্ষার্থীকে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শেখাবেন জাতীয় কারাতে প্রশিক্ষক জসিম উদ্দিন, জাতীয় কারাতে রেফারি মতিউর রহমানসহ স্থানীয় প্রশিক্ষকবৃন্দ।

এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি

আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে বলে আশা আয়োজকরদের।

ঝিনাইদহে যবুলীগ নেতা হত্যা মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান কারাগারে

ঝিনাইদহে যবুলীগ নেতা হত্যা মামলার অন্যতম আসামী গান্না ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন মালিথাকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। গত রবিবার ৩১ জানুয়ারী ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ (অতিরিক্ত-১) আদালতে নাসির মালিথা আত্মসমার্পন করে জামিন চাইলে বিচারক না মুঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নিদের্শ দেন।

আদালতের হিসাবে এ মামলায় ৯ বছর পলাতক থেকেও ৫ বছর ইউপি চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন আসছে বলে জানা যায়। এমনকি আদালতের ওয়ারেন্ট তিনি কৌশলে গোপন করেন। সম্প্রতি ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি গা ঢাকা দেন।

সংশ্লিষ্ট সুত্র জানায়, ২০১০ সালে ৭ জুলাই ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কাশিমনগর ব্রিজের ওপর বোমা হামলায় আহত হয়েছিলেন গান্নার তৎকালীন ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন মন্ডল শান্তি। এর তিন দিন পর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। শান্তির শ্বশুর সিরাজুল ইসলাম মালিথা বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামী করে হত্যা ও বিস্ফোরক ধারায় পৃথক দু’টি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ ওই মামলায় ৮ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেন।

এর মধ্যে ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। তাতে চেয়ারম্যান নাসির মালিতাকে হুকুম ও অর্থদাতা হিসাবে জবানবন্দি দেয় গ্রেফতারকৃত আসামিরা। জবানবন্দি দেওয়া দুই আসামি পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে ও সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং একজন পলাতক রয়েছেন। ২০১১ সালের ২৪ অক্টোবর পুলিশ আদালতে চার্জশীট জমা দেয়।

চার্জশীট অনুযায়ী নাসির উদ্দিন মালিথাকে হত্যা মামলায় ৯ নং আসামি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মেহেরপুরে হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে সু-বিচার ও বারংবার মিথ্যা হয়রানি মূলক মামলা হতে অব্যাহতির জন্য জন্য সংবাদ মম্মেলন করেছে আব্দুল হান্নান নামের একজন।

আব্দুল হান্নান মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের মৃত আফেল উদ্দিন এর ছেলে। সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হান্নান বলেন, বিএনপি জামাত মাদক ব্যবসায়ী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ২০১৮ সালের ১৯ নভেম্বর রাতে একটি দোকানে বসা অবস্থায় এস আই মকবুল ও আর ওয়ান মোস্তফা আহম্মেদসহ ৪ জন পুলিশ সদস্য আমাকে আকড়ে ধরে। পরে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে একটি মাইক্রোবাসে তোলে।

এসময় আমার কাছে থাকা ৮৩ হাজার টাকা কেড়ে নেয় এসআই মকবুল। পরে একটি মাঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে আর ওয়ান মোস্তফা আমাকে বলে ১০-১২ লাখ টাকা দিতে পারবি কিনা বল। তখন আমি বলি আমার কাছে ৮৩ হাজার টাকা ছিল সেটা মকবুল স্যার নিয়ে নিয়েছে। আমার কাছে আর টাকা নেই।

পরে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে আমাকে থানায় হস্তান্তর করে। আমার সাথে আরও দুইজন আসামী ছিল। পর দিন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আমার বড় ভাই মুন্নাতের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা নেয় আর ওয়ান মোস্তফা। তারপরও আমাকে অস্ত্র ও গাজাঁ মামলায় চালান করা হয়।

দীর্ঘদিন কারাভোগের পর সু বিচার পাওয়অর জন্য ২০১৯ সালের ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ মানবাধিকারের মাধ্যমে মামলার কাগজপত্রাদি সহ

প্রশাসনিক উচ্চ মহলে আবেদন করি। একই বছর ৮ জুলাই মেহেরপুর আদালতে একটি সি আর মামলা দায়ের করি। যার নাম্বার ২০৭/১৯।

বর্তমানে মামলাটি মেহেরপুর সিআইডির তদন্তাধীন আছে। আমার সিআর মামলার আসামীরা একই বছর ২ ডিসেম্বর আমার নামে পুনরায় জি আর মামলা দায়ের করেন।

এরপর বিভিন্ন কায়দায় আমার নাম ফাইনাল চার্জশিটে যোগ করে দেয়। এমতাবস্তায় মেহেরপুর জি আর ৩১৮/১৮, ৩১৯/১৯ ও ২৭৩/১৯ মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

চুয়াডাঙ্গায় শুরু হয়েছে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। সোমবার জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তামপাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শৈতপ্রবাহের প্রভাবে প্রচণ্ড শীতে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষ। প্রচন্ড ঠাণ্ডায় সময়মত কাজে যেতে পারছেন না তারা। ঘন কুয়াশা ও হিমেল হাওয়া অনুভূত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়অ অফিস সূত্র জানায়, কয়েকদিন ধরেই জেলায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। এতে নিম্ন আয়ের মানুষদের দুর্ভোগ বেড়েছে। এ দিকে শীতজনিত রোগে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এরমধ্যে বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, সোমবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাই জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

গতকাল রবিবার জেলা সবনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো ৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।